CAPSTONE

Bangla Lecture#01

পেট্রোবাংলা স্পেশাল কোর্স

Overview

- বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ
- ব্যাকরণ ও আলোচ্য বিষয়
- ধ্বনি প্রকরণ ও ধ্বনি পরিবর্তন
- চর্যাপদ
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম

Name: **Batch:**

Panthapath : 01972-277866
Mirpur : 01970-985421
Mouchak : 01999-017011
Chittangong : 01970-985420

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

বাংলার আদিম অধিাসীগণ প্রথম থেকেই বাংলায় কথা বলেনি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসেবে বাঙলা বিবর্তিত হয়েছে বলে প্রাক-আর্য যুগের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার সাথে বাংলার সংশ্লিষ্টতা নেই। বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক। অনার্যদের তাড়িয়ে আর্যরা এদেশে বসবাস শুরু করলে তাদেরই আর্য ভাষা হতে বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। অতএব বলা যায় যে, বাঙালি জাতি যেমন সংকর জাতি তেমনি বাংলা ভাষাও সংকরায়ণের মাধ্যমে সৃষ্টি। হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ 'বেদ' এর ভাষা হল বৈদিক ভাষা। দেবদেবীর পূজা এবং বৈদিক যজ্ঞকার্যে ব্যবহার করা এ ভাষা কালক্রমে উচ্চারণের অপপ্রয়োগ, বিকৃতি এবং স্থানীয় শব্দাবলির সংযোজনের কারণে কৌলিন্য হারিয়ে ক্রমেই অপ্রচলিত হতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার সাধন করেন এবং নির্দিষ্ট সূত্র প্রদান করেন। সংস্কারকৃত এ নির্দিষ্ট ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল না, এ ভাষা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ব্যবহার করতেন।

সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল 'প্রাকৃত ভাষা'। 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক'। পরবর্তীতে প্রাকৃত ভাষা থেকে 'পালি' ও 'অপভ্রংশ' নামক দুটি ভাষার উদ্ভব ঘটে। সাধুভাষা থেকে ভ্রষ্ট কিংবা বিকৃতভাবে উচ্চারিত শব্দই অপভ্রংশ। বৈয়াকরণ পতঞ্জলির মতে, 'বিশেষ ভাষার বিচ্যুত বা বিকৃত ভাবই অপভ্রংশ'। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ অপভ্রংশের বিস্তারকাল ধরা হয়। বাংলা ভাষা অপভ্রংশের নিকট ঋণী। 'প্রাকৃত' ভাষার প্রকারভেদ ঘটলেও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা প্রাকৃতই থেকে গেল। পরবর্তীতে 'প্রাকৃত' ভাষাই ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রভাবে, কথ্য ভাষার উচ্চারণের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করল। কালক্রমে 'প্রাকৃত' থেকে উৎপত্তি লাভ করে 'বাংলা ভাষা'।

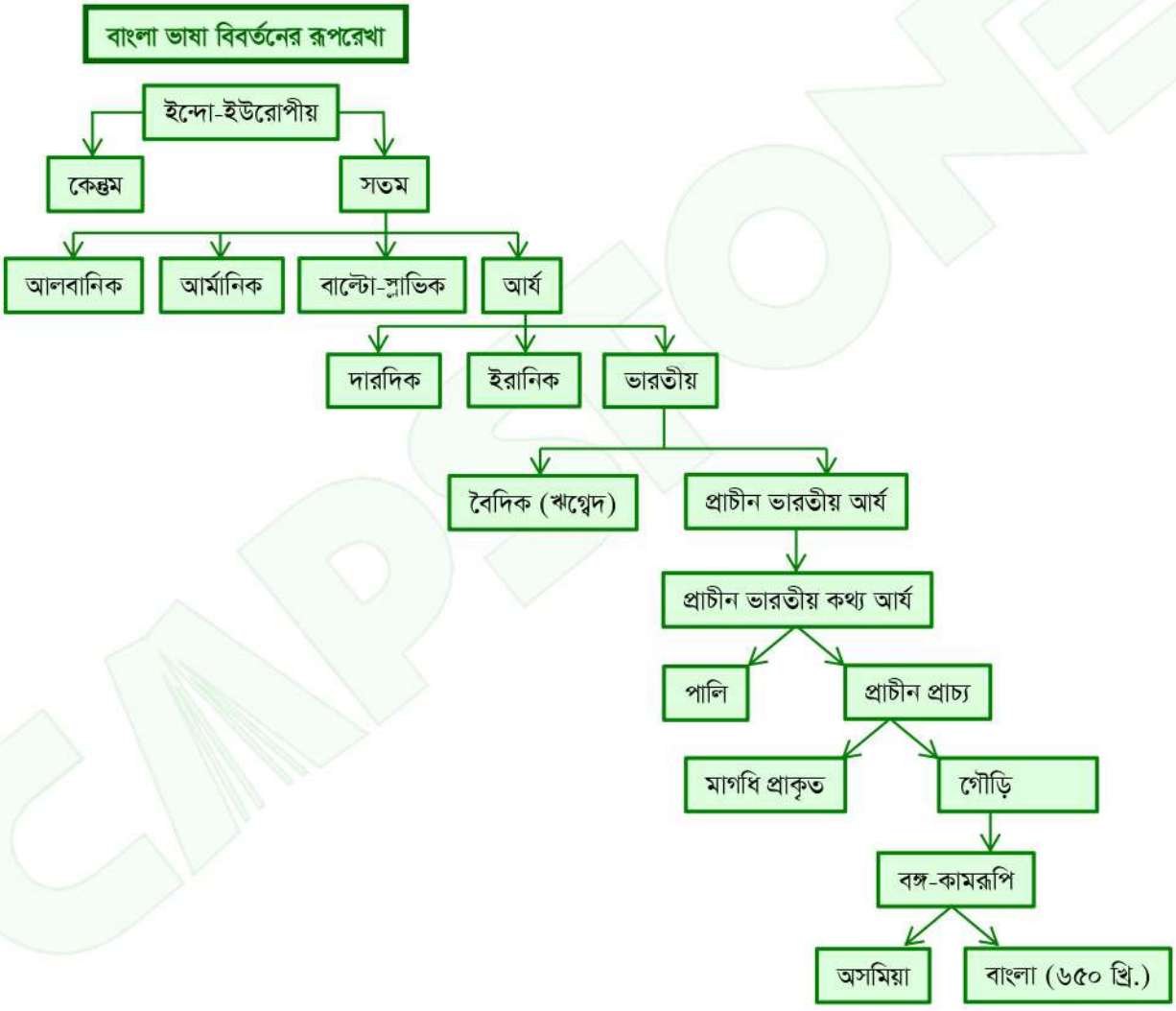

♦ **বাংলা ভাষারীতি:** ভাষা প্রকাশের মাধ্যম ২টি। যথা: ১. লৈখিক রূপ (লিখিতরূপ) ২. মৌলিক রূপ (কথ্যরূপ)।

♦ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা:

সাধুভাষা: সংস্কৃত থেকে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ভাষাকে সাধু ভাষা বলে।

চলিত ভাষা: সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে চলিত ভাষা বলে।

উপভাষা: একই ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মানুষের মধ্যে অঞ্চলভেদে দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে ও কথাবার্তায় ধ্বনিগত, রূপগত পার্থক্য নিয়ে যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাকে উপভাষা বলে। উপভাষা মূলত মূল ভাষাকেই আঞ্চলিক রূপ।

♦ সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য:

সাধু	চলিত
১. সাধু রীতি অপরিবর্তনশীল।	১. চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
২. গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।	২. তদ্ভব শব্দবহুল।
৩. সাধু রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।	৩. চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ সহজতর ও পরিবর্তিত রূপ লাভ করে।
৪. নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।	৪. বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের উপযোগী।

♦ সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

সাধু ভাষা সর্বপ্রথম করেন রাজা রামমোহন রায়। আর চলিত ভাষার প্রবর্তক চৌধুরী। তার যুক্তি ছিল মুখের ভাষাই হবে লেখার ভাষা। 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ১৯১৪ সালের দিকে এ গদ্যরীতি সাহিত্যিক স্বীকৃতি এবং পূর্ণবিকাশ লাভ করে। এই ভাষা বক্তৃতা, সংলাপ ও নাটকের জন্য উপযোগী। সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষার মৌলিক পার্থক্য সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদে। চলিত রীতি পরিবর্তনশীল ও তদ্ভব শব্দবহুল। অপরপক্ষে সাধু রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল। তবে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ অবশ্যই দূষণীয়। ভাষার এই মিশ্রণকে বলে গুরুচণ্ডালী দোষ।

♦ বাংলা লিপি:

♦ লিপি সম্পর্কে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

১. ব্রাহ্মী লিপি বাম দিক থেকে লেখা হয়।

২. খরোষ্ঠী লিপি ডানদিক থেকে লেখা হয়।

৩. ব্রাহ্মী লিপির ৩টি রূপ- ১. সারদা, ২. নাগর, কুটিল।

৪. ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ থেকে বাংলা লিপি এসেছে।

৫. বাংলা লিপির গঠন কাজ শুরু হয় সেন আমলে, প্রসার ঘটে পাল আমলে ও বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে পাঠান যুগে।

৬. বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা করেন চার্লস উইলকিন্স। আর আধুনিক রূপ দেন। পঞ্চানন কর্মকার।

৭. বাংলা লিপি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৮০ সালে শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে। উপমহাদেশে ১ম ছাপাখানা (গোয়ায়) স্থাপিত হয় ১৪৯৮ সালে।

ব্যাকরণ ও আলোচ্য বিষয়

ব্যাকরণ: 'ব্যাকরণ' (বি+আ+√কৃ+অন) শব্দটির অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ। যে বিদ্যাশাখায় বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়, তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, 'যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।

♦ ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ:

গ্রন্থের নাম	রচনার ভাষা	রচয়িতা
Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez, Dividido Em Duas Partes	পর্তুগিজ	মনোএল দা আসসুম্পসাঁও
A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮)	ইংরেজি	নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
A Grammar of the Bengal Language (১৮০১)	ইংরেজি	উইলিয়াম কেরী
Bengali Grammar in English Language (১৮২৬)	ইংরেজি	রাজা রামমোহন রায়
গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) [বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ]	বাংলা	

ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩)	বাংলা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ব্যাকরণ মঞ্জরী	বাংলা	ড. মুহম্মদ এনামুল হক
ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	বাংলা	নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ	বাংলা	জগদীশচন্দ্র ঘোষ
The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)	ইংরেজি	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	বাংলা	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ	বাংলা	মুনির চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার
প্রমিত ভাষার বাংলা ব্যাকরণ	বাংলা	রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার
বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৫২) [বাংলা অনূদিত]	ইংরেজি	শ্যামাচরণ সরকার
বাংলা ব্যাকরণ (১৯৫৮)	বাংলা	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

♦ **বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়:** সকল ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত চারটি বিষয় আলোচিত হয়। যথা:

শাখা	আলোচ্য বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)	ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালী, ধ্বনির উচ্চারণ স্থান, ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল, বর্ণমালা, বাগযন্ত্র, বাগযন্ত্রের উচ্চারণ প্রক্রিয়া, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান, সন্ধি বা ধ্বনি সংযোগ।
শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)	শব্দ দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত, শব্দনির্মাণ ও পদনির্মাণ প্রক্রিয়া, পারিভাষিক শব্দ, লিঙ্গ, বচন, পদাশ্রিত নির্দেশক, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ ও অনুসর্গ, ধাতু, পদ (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ), অনুজ্ঞা, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ামূল ও পুরুষ।
অর্থতত্ত্ব (Semantics)	শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড় ও বাগধারা।
বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)	বাক্য ও বাক্যবিন্যাস, বাক্য রূপান্তর, উক্তি, বাচ্য ও বিরাম চিহ্ন, কারক, বাক্যের যোগ্যতা, বাক্যের উপাদান লোপ।
অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।	

ধ্বনি প্রকরণ

♦ **ধ্বনি:** মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনি শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ; যাকে আর কোনো ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাজন করা যায় না। এর নিজস্ব কোন অর্থ নেই। ধ্বনি হলো যেকোনো ভাষার মূল ভিত্তি।

প্রকারভেদ: বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. স্বরধ্বনি ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

♦ **স্বরধ্বনি:** যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও বাধা পায় না, তাকে স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি ১১টি।

মৌলিক স্বরধ্বনি: যে স্বরধ্বনি ভেঙ্গে উচ্চারণ করা যায় না তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা/এ্যা।

হ্রস্বস্বর: যে স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে তাকে হ্রস্বস্বর বলে। বাংলা ভাষায় হ্রস্বস্বর ৪টি। যথা: অ, ই, উ, ঋ।

দীর্ঘস্বর: যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে তাকে দীর্ঘস্বর বলে। দীর্ঘস্বর বাংলা ভাষায় ৭টি। যথা: আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

যৌগিক স্বরধ্বনি: পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যৌগিক স্বরধ্বনিকে দ্বিস্বর/ মিশ্র স্বরধ্বনি/ সন্ধিস্বর/ দ্বৈত্যস্বর এবং সংযুক্ত স্বরধ্বনি ডাকা হয়। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনি ও বর্ণ দুটি। যথা: ১. ঐ (অ+ই) ২. ঔ (অ + উ)

♦ **ব্যঞ্জনধ্বনি:** যে সকল উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় বা ঘর্ষণ লাগে, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন: ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি।

মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি: মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। যথা: ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, র, ল, শ, স, হ, ড়, ঢ়।

♦ উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এবং ধ্বনির কম্পন ও বায়ুপ্রবাহ বিবেচনায় ব্যঞ্জনধ্বনিকে অন্তত চার ধরনে ভাগ করা যায়। যথা:

১. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বিভাজন: বাকপ্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বায়ু বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি করে সেই জায়গাটি হলো ঐ ব্যঞ্জনের উচ্চারণ স্থান। উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন, দন্ত্য ব্যঞ্জন, দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন, মূর্ধন্য ব্যঞ্জন, তালব্য ব্যঞ্জন, কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ও কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন।

♦ **জিভের উচ্চতা অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ:**

জিভের উচ্চতা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলোকে (ক) উচ্চ, (খ) নিম্ন (গ) উচ্চ-মধ্য ঘ. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি হিসেবে নির্দেশ করা হয়।

ক. **উচ্চ-স্বরধ্বনি:** যেমন- ই, উ। এ শ্রেণির স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ সবচেয়ে উপরে ওঠে।

খ. **নিম্ন-স্বরধ্বনি:** যেমন- আ। এ শ্রেণির স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ সবচেয়ে নিচে নামে।

গ. **উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি:** যেমন- এ, ও। এ জাতীয় স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ নিম্ন স্বরধ্বনির তুলনায় উপরে এবং উচ্চ স্বরধ্বনির তুলনায় নিচে থাকে।

ঘ. **নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি:** যেমন- অ্যা, অ। এ জাতীয় স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনির তুলনায় নিচে ও নিম্ন স্বরধ্বনি থেকে উপরে ওঠে।

২. জিভের অগ্রপশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ:

স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের যে অংশ সক্রিয় থাকে, সেই অংশের ভূমিকা অনুযায়ী স্বরধ্বনি বিচার করা হয়। সে- অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলো (ক) সম্মুখ (খ) মধ্য ও (গ) পশ্চাৎ ধ্বনি হিসেবে গণ্য হয়।

ক. **সম্মুখ স্বরধ্বনি:** জিভের সামনের অংশটি এগিয়ে আসায় যে স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয় সেগুলো সম্মুখ স্বরধ্বনি। বাংলা 'ই, এ, অ্যা' এ-জাতীয় স্বরধ্বনি।

খ. **মধ্য বা কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি:** জিভ সামনে বা পেছনে না সরে অর্থাৎ মধ্যবর্তী বা স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেগুলো হলো মধ্য বা কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি। বাংলা 'আ' ধ্বনি এ শ্রেণির।

গ. **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি:** পশ্চাৎ স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভ পিছিয়ে যায় অর্থাৎ পশ্চাৎ অংশ সক্রিয় হয়। এ জাতীয় স্বরধ্বনিগুলো হলো- অ, ও, উ।

৩. ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনি:

যেসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট গোল হয় সেসব স্বরধ্বনিকে বলা হয় বর্তুল স্বর। যেমন- অ, ও, উ। অপরদিকে যেসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট গোল না হয়ে প্রসৃত বা বিস্তৃত হয় সেসব স্বরধ্বনিকে বলা হয় প্রসৃত স্বর। যেমন- ই, এ, অ্যা। এছাড়া ঠোঁটের উন্মুক্তি অর্থাৎ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে আমরা কী পরিমাণ হাঁ করছি তা নির্ধারণ করে স্বরধ্বনি নিম্নলিখিত চার ভাগে করা হয়।

ক. **বিবৃত স্বরধ্বনি:** এ স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে বেশি খোলা থাকে। বাংলা ভাষায় এ-জাতীয় স্বর মাত্র একটি-আ।

খ. **অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি:** বিবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় ঠোঁট কম খোলা রেখে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো হয়। যেমন-অ্যা, অ।

গ. **অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি:** সংবৃত স্বরধ্বনি তুলনায় ঠোঁট বেশি খোলা কিন্তু অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় কম খোলা থেকে অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। যেমন- এ, ও।

ঘ. **সংবৃত স্বরধ্বনি:** ঠোঁট সবচেয়ে কম খোলা থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলো এ জাতীয়। যেমন- ই, উ।

নিচের ছকে জিভের অবস্থান ও ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণ দেখানো হলো:

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধবিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

যে সমস্ত ঘরে দুটি করে ধ্বনিচিহ্ন আছে তাদের মধ্যে বাম দিকেরটির অঘোষ ধ্বনি এবং ডান দিকেরটি ঘোষ ধ্বনি।

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। এগুলো দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি নামেও পরিচিত। পাকা, ফল, বাবা, ভাই, মা প্রভৃতি শব্দের প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

♦ **দন্ত্য ব্যঞ্জন:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্ত্য ব্যঞ্জন বলে। তাল, থালা, দাদা, ধান প্রভৃতি শব্দের ত, থ, দ, ধ দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

♦ **দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন বলে। নানা, রাত, লাল, সালাম প্রভৃতি শব্দের ন, র, ল, স দন্ত্যমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

♦ **মূর্ধন্য ব্যঞ্জন:** দন্তমূল এবং তালুর মাঝখানে যে উঁচু অংশ থাকে তার নাম মূর্ধা। যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলে। টাকা, ঠেলাগাড়ি, ডাকাত, ঢোল, গাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ় মূর্ধন্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

♦ **তালব্য ব্যঞ্জন:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঞ্জন বলে। চাচা, ছাগল, জাল, ঝড়, শসা প্রভৃতি শব্দের চ, ছ, জ, ঝ, শ তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

♦ **কণ্ঠ ব্যঞ্জন:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের পিছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের কাছকাছি নরম তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। কাকা, খালু, গাধা, ঘাস কাঙাল প্রভৃতি শব্দের ক, খ, গ, ঘ, ঙ কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

♦ **কণ্ঠ্যনালীয় ব্যঞ্জন:** কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বার থেকে বায়ু কণ্ঠনালী হয়ে সরাসরি বের হয়ে আসে। হাতি শব্দের হ কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

১. স্পৃষ্ট/স্পর্শ ধ্বনি: মুখের মধ্যে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ বা বন্ধ হওয়ার পর অকস্মাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে ধ্বনিগুলোকে স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ধ্বনি বলে। যেমন- বক শব্দের ক, পাট শব্দের ট। স্পর্শ ধ্বনি ২০টি: ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ।

ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। পাঁচটি বর্গের প্রথম চারটি করে ধ্বনি বাংলা ভাষায় স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ধ্বনি। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ওই বর্গীয় ধ্বনি। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো যায়:

বর্ণ	বর্গের নাম	ধ্বনি হিসেবে নাম	বর্ণ হিসেবে নাম
ক খ গ ঘ	'ক' বর্গ	জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ধ্বনি	জিহ্বামূলীয় কণ্ঠ্য বর্ণ
চ ছ জ ঝ	'চ' বর্গ	প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা তালব্য ধ্বনি	তালব্য বর্ণ
ট ঠ ড ঢ	'ট' বর্গ	তালব্য-দন্তমূলীয় বা মূর্ধন্য ধ্বনি	মূর্ধন্য বর্ণ
ত থ দ ধ	'ত' বর্গ	দন্ত-ধ্বনি	দন্ত বর্ণ
প ফ ব ভ	'প' বর্গ	ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ্য বর্ণ

২. নাসিক্য ধ্বনি: যেসব ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাতাস কেবল নাক দিয়ে বের হয় সেগুলোকে নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে। যেমন- আম, মান, ব্যাঙ, ব্যাং শব্দের ম, ন, ঙ এ-শ্রেণির ধ্বনি। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো যায়: ওষ্ঠ্য-ম; দন্তমূলীয়-ন; জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য-ঙ।

৩. ঘর্ষণজাত ধ্বনি বা শিসধ্বনি বা উষ্মধ্বনি: বাতাসের ঘর্ষণের ফলে উচ্চারিত হয় বলে এগুলোকে ঘর্ষণজাত ধ্বনি বলে। এ জাতীয় ধ্বনিগুলোর এই ঘর্ষণকে ঘর্ষণজাত ব্যঞ্জন দুইটি শ এবং হ। দাশ, হাট শব্দের উচ্চারণ এ জাতীয়। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ঘর্ষণজাত ধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো যায়: পশ্চাৎ দন্তমূলীয়-শ; কণ্ঠনালীয়-হ।

৪. স্পৃষ্ট-ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্ট ধ্বনি: এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস প্রথমে স্পৃষ্ট ধ্বনি মতো মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ রুদ্ধ, কিন্তু দ্রুত বের না হয়ে কিছুটা বিলম্বে ঘর্ষণ ধ্বনি তৈরি করে বের হয়। অর্থাৎ স্পৃষ্ট + ঘর্ষণজাত = ঘৃষ্ট। চ, ছ, জ, ঝ এ জাতীয় ধ্বনি। তবে মুহম্মদ আবদুল হাই এগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৫. পার্শ্বিক ধ্বনি: বাংলা পার্শ্বিক ধ্বনি মাত্র একটি-'ল'। এ জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস জিভের পেছনের এক বা দু পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। দুপাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন- তাল, দল, শাল।

৬. কম্পিত বা কম্পনজাত ধ্বনি: কম্পনজাত ধ্বনিও বাংলায় মাত্র একটি- 'র'। এ ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ কম্পিত হয়ে উচ্চারিত হয় বলে এ জাতীয় ধ্বনিকে কম্পিত বা কম্পনজাত ধ্বনি বলে। তার, ধার, বার শব্দের 'র' হলো কম্পিত ধ্বনি। উচ্চারণস্থানের বিচারে এটি দন্তমূলীয় ধ্বনি।

৭. তাড়িত বা তাড়নজাত ধ্বনি: এসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস আগত বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাধা পায় ঠিকই, কিন্তু সেই বাধা স্পৃষ্ট ধ্বনির মতো পর্যাপ্ত নয়। বাতাসের বাধার এই বৈচিত্র্যের কারণেই এগুলো স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির নিকটবর্তী। এসব ধ্বনিকে তরল ধ্বনিও বলে।

তাড়িত ব্যঞ্জন: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের সামনের অংশ দন্তমূলের একটু উপরে অর্থাৎ মূর্ধায় টোকা দেওয়ার মতো করে একবার ছুঁয়ে যায়, তাকে তাড়িত ব্যঞ্জন বলে। বাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের ড়, ঢ় তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

৩. ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন:

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রের ধ্বনিদ্বারে বায়ুর কম্পন কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ঘোষ ও অঘোষ।

ঘোষ ব্যঞ্জন: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় ঘোষধ্বনি। যথা: ব, ভ, ম, দ, ধ, ন, র, ল, ড, ঢ, ড়, ঢ়, জ, ঝ, গ, ঘ, ঙ, হ।

অঘোষ ব্যঞ্জন: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষধ্বনি। যথা: প, ফ, ত, থ, স, ট, ঠ, চ, ছ, শ, ক, খ।

৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন:

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন- প, ব, ত, দ, স, ট, ড, ড়, চ, জ, শ, ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন: সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন- ফ, ভ, থ, ধ, ঠ, ঢ, ঢ়, ছ, ঝ, খ, ঘ, হ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি			ঘোষ ধ্বনি		
উচ্চারণ স্থান	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম
উষ্ম বা শিষ ধ্বনি	শ, ষ, স			হ	

উচ্চারণ স্থান উচ্চারণরীতি		ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	মূর্ধন্য	প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা তালব্য	কণ্ঠ/ জিহ্বা মূলীয়	কণ্ঠনালীয়
স্পৃষ্ট	অল্পপ্রাণ	প, ব	ত, দ		ট, ড	চ, জ	ক, গ	
	মহাপ্রাণ	ফ, ভ	থ, ধ		ঠ, ঢ	ছ, ঝ	খ, ঘ	
নাসিকা		ম		ন			ঙ	
ঘৃষ্ট	অল্পপ্রাণ					চ, জ		
	মহাপ্রাণ					ছ, ঝ		
ঘর্ষণজাত						শ		হ
পার্শ্বিক				ল				
কম্পনজাত				র				
তাড়নজাত	অল্পপ্রাণ				ড়			
	মহাপ্রাণ							

♦ বর্ণ ও বর্ণমালা

বর্ণ: ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলা হয়। যেমন: অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। বর্ণ দুই প্রকার। ১. স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

১. স্বরবর্ণ: স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে স্বরবর্ণ বলা হয়। যেমন: অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনবর্ণ: ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। যেমন: ক, চ, ট, ত ইত্যাদি।

বর্ণমালা: কোন ভাষা লিখতে যে সকল ধ্বনিদ্যোতক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা বলে।

বাংলা ধ্বনির লিখিত রূপ বাংলা বর্ণের সমষ্টিকে বলা হয় বাংলা বর্ণমালা এবং তাদের প্রত্যেককে বলা হয় বাংলা লিপি। বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ ৫০টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

বর্ণ	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাহীন	১০টি	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)
অর্ধমাত্রা	৮টি	১টি (ঋ)	৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)
পূর্ণমাত্রা	৩২টি	৬টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)	২৬টি

ধ্বনি পরিবর্তন

♦ স্বরাগম

উচ্চারণকে সহজতর করার জন্য শব্দে স্বরধ্বনির আগমনকে স্বরাগম বলে। যেমন: স্টেশন > ই + স্টিশন, স্ত্রী > ই + স্ত্রী, স্প্রিং > ই + স্প্রিং।

ক. **আদি স্বরাগম:** শব্দের আদিতে বা শুরুতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন: স্ত্রী > ই + স্ত্রী, স্কুল > ই + স্কুল, স্টিমার > ই + স্টিমার। এরূপ- স্টেবল-আসতাবল, স্পর্ধা-আস্পর্ধা ইত্যাদি।

খ. **মধ্য স্বরাগম:** উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে বা শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে মধ্য স্বরাগম বলে।
অ-রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ।
ই-প্রীতি > পিরীতি, ফিল্ম > ফিলিম, ডাল > ডাইল।
উ-ভ্রু > ভুরু, চাল > চাউল, মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক।
এ-গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ।

গ. **অন্ত্য স্বরাগম:** উচ্চারণের সময় শব্দের শেষে স্বরধ্বনি আসলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন: দিশ্+আ=দিশা, বেঞ্চ+ই=বেঞ্চি, পোকত+ও=পোক্ত।

♦ **অপিনিহিতি:** কোন শব্দের মধ্যকার স্বরধ্বনি (ই বা উ) যদি যথাস্থানে উচ্চারিত না হয়ে পূর্বে উচ্চারিত হয় তবে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন- করিয়া - ক + অ + র + ই + য় + আ; কইর‍্যা - ক + অ + ই + র + য় + অ্যা। এটি হল অপিনিহিত শব্দ আর প্রক্রিয়া হল অপিনিহিতি।

ক. **ই-কারের অপিনিহিতি:** করিয়া > কইর়য়া; আলিপনা > আইল্পনা; রাখিয়া > রাইখ্যা; রাতি > রাইত।

খ. **উ-কারের অপিনিহিতি:** সাধু > সাউধ; গাছুয়া > গাউছুয়া; মাছুয়া > মাউছুয়া; হাটুয়া > হাউটুয়া; পটুয়া > পউটুয়া ইত্যাদি।

গ. **য-ফলার অন্তর্গত ই-ধ্বনির অপিনিহিতি:** এই অপিনিহিতির ব্যবহার সাধারণত বাংলাদেশে হয়। যেমন: কন্যা > কইন্যা; সত্য > সইত্ত; কাব্য > কাইব্ব ইত্যাদি।

♦ **অভিশ্রুতি:** অপিনিহিতি শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তিত হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

মূল শব্দ	করিয়া >	আজি >	আসিয়া >
অপিনিহিতি শব্দ অভিশ্রুতি	কইর‍্যা > করে	আইজ > আজ	আইস্যা > এসে

সকল সাধুভাষার ক্রিয়াপদ অভিশ্রুতির মাধ্যমে চলিতরূপ লাভ করে।

♦ **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ:** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের কোন স্বরধ্বনি লোপকে সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ বলে। যেমন: বসতি > বস্‌তি, রাধ্‌না > রান্না।
ক. আদি স্বরলোপ: শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি থাকলে তা লোপ পাওয়াকে আদি স্বরলোপ বলে। যেমন: আলাবু > লাবু > লাউ; উদ্ধার > উধার > ধার।
খ. মধ্য স্বরলোপ: শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়, একে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন: অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ, গৃহিনী > গিন্নী।
গ. অন্ত্য স্বরলোপ: শব্দের শেষে শ্বাসাঘাতের জোর কমে এলে স্বরধ্বনির উচ্চারণ ক্ষীণ হয়ে লোপ পায়, একে অন্ত্য স্বরলোপ বলে। যেমন- অগ্নি > আগুন, সন্ধ্য > সাঞমা > সাঁঝ। স্বরলোপ প্রকৃতপক্ষে স্বরাগমের বিপরীত।

♦ **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ:** সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের কঠিন উচ্চারণকে সহজতর করা জন্য একে ভেঙে উচ্চারণ করাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। যেমন-
অ- কর্ম > করম; ধর্ম > ধরম; রত্ন > রতন
ই- মিত্র > মিত্তির, শ্রী > ছিরি
উ- শুক্র > শুক্কুর; তুর্ক > তুরুক
এ- গ্রাম > গেরাম; শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্ধ
ও- শ্লোক > শোলক; চক্র > চক্কোর
ঋ- তৃপ্ত > তিরপিত; সৃজিল > সিরজিল
মূলত মধ্য স্বরাগম ও বিপ্রকর্ষ একই।

♦ **স্বরসঙ্গতি:** এক স্বরের প্রভাবে অন্য স্বরের পরিবর্তন আলাদা স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন: দেশি > দিশি; বিলাতি > বিলিতি; বুড়া > বুড়ো।
ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি: আদি স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন: মুলা > মুলো; শিকা > শিকে; যতন > যতোন।
খ. পরাগত স্বরসঙ্গতি: পরবর্তী স্বরের প্রভাবে আদিস্বরের পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন: দেশি > দিশি; আখো > এখো; শিয়াল > শেয়াল; লিখে > লেখে।
গ. মধ্যগত স্বরসঙ্গতি: আদিস্বর অথবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: বিলাতি > বিলিতি; জিলাপি > জিলিপি; ভিখারি > ভিখিরি।
ঘ. অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি: আদ্য ও অন্ত্য উভয় স্বরের প্রভাবিত হয়ে পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন: মোজা>মুজো; পোষ্য>পুষ্যি।

♦ **ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন:**
♦ **সমীভবন:** শব্দ মধ্যস্থিত দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তর সমতা লাভ করে, ধ্বনি পরিবর্তনের এ নীতিকে বলা হয় সমীভবন। যেমন: চক্র > চকক; পদ্ম > পদ্দ; লগ্ন > লগণ; কান্না > কাঁদনা।
ক. প্রগত সমীভবন: পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন: চক্র > চকক, পদ্ম > ঈশু।
খ. পরাগত সমীভবন: পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হলে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন: তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত; উৎ + মুখ > উন্মুখ।
গ. অন্যোন্য সমীভবন: যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন: মিথ্যা > মিছা; মক্ষি > মাছি; মধ্য > মাঝ ইত্যাদি।

♦ **বিষমীভবন:** পদ মধ্যস্থিত দুটি সমবর্ণের একটি পরিবর্তিত হলে তাকে বিষমীভবন বলে। যখন দুটি অভিন্ন বা এক জাতীয় ধ্বনির একটি বদলে যায়, তখন তাকে বিষমীভবন বলে। যেমন: শরীর > শরীল; লাল > নাল।

♦ **ধ্বনি বিপর্যয়:** শব্দের মধ্যকার দুটো ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্পরের মধ্যে যদি স্থান পরিবর্তন ঘটে তবে তাকে বর্ণ বিপর্যয় বলে। যেমন: পিশাচ > পিচাশ, বাকস > বাস্‌ক, রিকসা > রিসকা, জানালা > জালানা।
সাধারণভাবে ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেই কেবল বর্ণ বিপর্যয় ঘটে।

♦ **অসমীকরণ:** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন: ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ।

বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যকে প্রধানত তিনটি যুগে বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা:

যুগের নাম	সময়কাল
প্রাচীন যুগ	৬৫০-১২০০ খ্রি.
মধ্যযুগ	১২০১-১৮০০ খ্রি.
আধুনিক যুগ	১৮০১ খ্রি.-বর্তমান

প্রাচীনযুগ

• বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন- চর্যাপদ।

♦ চর্যাপদ

• চর্যাপদ প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন।
• চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সংগীত।
• ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে চর্যাপদের কথা প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়- রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে।
• চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে।
• চর্যাপদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।
• চর্যাপদের অপর নামগুলো হলো: চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, চর্যাগীতিকা, চর্যাগীতিকোষ।
• চর্যাপদ আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। তাঁর উপাধি ছিল 'মহামহোপাধ্যায়'।
• পাল রাজাদের আমলে চর্যাপদ রচিত হয়েছে।
• 'চর্যা' অর্থ আচরণ এবং 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' অর্থ কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি আচরণীয় নয়।

আবিষ্কার: ১৮৮২ সালে 'বিবিধার্থ পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলা, বিহার ও আসাম অঞ্চলের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগীয় প্রধান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর। তিনি তৃতীয়বারের (প্রথমবার-১৮৯৭, দ্বিতীয়বার-১৮৯৮) প্রচেষ্টায় ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে নতুন কিছু পুঁথির সন্ধান পান যা 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়', 'ডাকার্ণব', 'সরহপাদের দোহা' ও 'কৃষ্ণপদের দোহা' নামে পরিচিত। এর মধ্যে 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষায় এবং বাকী তিনটি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।

চর্যাপদের কবি/ পদকর্তা:

• ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ২৩ জন। • ড. সুকুমার সেনের মতে- ২৪ জন।
• পদকর্তাদের নাম- আর্যদেবপা, কঙ্কণপা, কম্বলাম্বরপা, কাহ্নপা, কুক্কুরীপা, গুণ্ডরীপা, চাটিলপা, জয়নন্দীপা, ঢেণ্ডণপা, ডোম্বীপা, তান্ত্রীপা, তাড়কপা, দারিকপা, ধরমপা, বিরূপা, বীণাপা, ভাদেপা, ভুসুকুপা, মহীণ্ডাপা, লাড়িডোম্বীপা, লুইপা, শবরপা, শান্তিপা, সরহপা।

পদসংখ্যা:

• ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ৫০টি।
• সুকুমার সেনের মতে- ৫১টি।
• উদ্ধারকৃত পদের সংখ্যা- সাড়ে ছেচল্লিশ।
• অনুদ্ধারকৃত পদের সংখ্যা- সাড়ে তিন।
• অনুদ্ধার বা বিলুপ্ত পদগুলো হলো- ২৩ নম্বরের শেষাংশ (ভুসুকুপা), ২৪ নম্বর (কাহ্নপা), ২৫ নম্বর (তন্ত্রীপা), ৪৮ নম্বর (কুক্কুরীপা)।

কে কয়টি পদ রচনা করেন:

পদকর্তা	সংখ্যা	
কাহ্ন পা (সর্বোচ্চ)	১৩	**অবশিষ্ট পদকর্তাগণ ১টি করে পদ রচনা করেন। লাড়ীডোম্বী পা'র নাম পাওয়া গেলেও তাঁর কোন পদ পাওয়া যায়নি।**
ভুসুকু পা (বাঙালি কবি)	৮	
সরহ পা	৪	
কুক্কুরী পা (মহিলা কবি)	৩	
লুই পা, শবর পা, শান্তি পা	২	

• ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, প্রাচীনতম চর্যাকার শবর পা এবং আধুনিকতম ভুসুকু পা।
• আদি পদকর্তা: লুই পা।
• চর্যাপদের ভাষা- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বা আলো-আঁধারির ভাষা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, এর ভাষার নাম 'বঙ্গকামরূপী'। এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
• চর্যাপদ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কীর্তিচন্দ্র। ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এটি আবিষ্কার করেন।
• চর্যাপদে ৬টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়। যথা:

১. আপণা মাংসে হরিণা বৈরী (৬নং পদ- ভুসুকুপা)। অর্থ: হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
২. হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ (৩২নং পদ- সরহপা)। অর্থ: হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণ প্রয়োজন হয় না।
৩. হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী (৩৩নং পদ- ঢেণ্ডনপা)। অর্থ: হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে।
৪. দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায় (৩৩নং পদ- ঢেণ্ডনপা)। অর্থ: দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়।
৫. বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ্ঠ বলন্দে (৩৯নং পদ- সরহপা)। অর্থ: দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।
৬. অণ চাহন্তে আণ বিণঠা (৪৪নং পদ- কঙ্কণপা)। অর্থ: অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট।

• 'নবচর্যাপদ' চর্যাপদের অনুরূপ রচনা। শশীভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৬৩ সালে নেপাল ও তরাইভূমি থেকে ২৫০টি পদ আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ১০০টি পদ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নবচর্যাপদ' নামে সেগুলোর মধ্য থেকে ৯৮টি পদ সংকলন করে প্রকাশ করেন। এ পদগুলোর রচনাকাল বারো থেকে ষোলো শতকের মধ্যে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিষয়াবলি ও প্রকাশনা

বাংলা ভাষার/ সাহিত্যের প্রথম/ আদি কবি	লুইপা
বাংলায় পদাবলির প্রথম কবি	চণ্ডীদাস
বাংলা অক্ষরের নকশা প্রথম খোদাইকারী	পঞ্চানন কর্মকার
বাংলা রামায়ণ এর প্রথম অনুবাদক	কৃত্তিবাস ওঝা
বাংলায় মহাভারত এর প্রথম অনুবাদক	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি (অনুমিত)	কুক্কুরিপা
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক	স্বর্ণকুমারী দেবী
বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম বাংলা ব্যাকরণ (ইংরেজি ভাষায়) রচনাকারী (বাঙালি)	রাজা রামমোহন রায়
প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি/ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম কবি	শাহ মুহম্মদ সগীর
পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক কবি	ফকির গরীবুল্লাহ
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার	মীর মশাররফ হোসেন
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক রচয়িতা	
বাংলায় প্রথম সনেট রচনাকারী	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন রচয়িতা	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইসলামী গান ও গজল রচনাকারী	কাজী নজরুল ইসলাম
বাংলা সাহিত্যের প্রথম চলিত রীতির ব্যবহারকারী	প্রমথ চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের প্রথম ত্রয়ী মহাকাব্য রচনাকারী	নবীনচন্দ্র সেন
বাংলায় কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক (পূর্ণাঙ্গ)	ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
মৈয়মনসিংহ গীতিকার প্রথম ইংরেজি অনুবাদক (সম্পাদক ও আবিষ্কারক)	ড. দীনেশচন্দ্র সেন
বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস (বাঙালি কর্তৃক)	আলালের ঘরের দুলাল
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস	দুর্গেশনন্দিনী
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস	কপালকুণ্ডলা
বাংলাদেশে (ঢাকায়) নির্মিত প্রথম বাংলা (সবাক) চলচ্চিত্র	মুখ ও মুখোশ (পরিচালক: আব্দুল জব্বার খান)
মুক্তিযুদ্ধপূর্ব যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেয়া
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র	ওরা ১১ জন
স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র	মেঘের পর মেঘ (চাষী নজরুল ইসলাম, ২৬ মার্চ ২০০৪)
বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)
বাংলাদেশে প্রথম মঞ্চায়িত নাটক	বাকি ইতিহাস
বাংলাদেশে টেলিভিশনে প্রচারিত প্রথম নাটক	একতলা দোতলা
বাংলা সাহিত্যের প্রথম কমেডি	ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি	কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন	বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য	পদ্মিনী উপাখ্যান
বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রণয়োপাখ্যান	ইউসুফ-জোলেখা
ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ	নীলদর্পণ (১৮৬০)
বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য সংকলন/ প্রাচীনতম/ প্রথম নিদর্শন	চর্যাপদ (পাল আমলে রচিত) [আবিষ্কারক: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ধ্বনি তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়- [পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]
ক. সমাস খ. কারক গ. সন্ধি ঘ. লিঙ্গ উঃ গ

২. কোনটি তালব্য বর্ণ? [পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]
ক. অ খ. ই গ. এ ঘ. ও উঃ খ

৩. কোনটি মৌলিক শব্দ? [পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]
ক. পানসে খ. দাপট গ. পড়ুয়া ঘ. গোলাপ উঃ ঘ

৪. বাংলা ভাষা মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা কত? [বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. ৩০ খ. ৩২ গ. ৩৭ ঘ. ৩৯ উঃ ক

৫. রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত কোনটি? [বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. প্রতিশব্দ খ. বাগধারা গ. ক্রিয়াবিশেষণ ঘ. উক্তি উঃ গ

৬. কোনটি ভাষাবংশের নাম নয়? [বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. আফ্রিকীয় খ. দ্রাবিড়ীয় গ. ইন্দো-ইউরোপীয় ঘ. হিস্পানি উঃ ঘ

৭. বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রচলিত উপভাষার নাম কী? [বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. পশ্চিমী খ. পূর্বী গ. বরেন্দ্রি ঘ. রাঢ়ি উঃ গ

৮. খাঁটি বাংলায় কোন সন্ধি নেই? [পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক-প্রশাসন)-২০২৩]
ক. স্বরসন্ধি খ. ব্যঞ্জনসন্ধি গ. বিসর্গসন্ধি ঘ. ক + খ উভয়ই ঙ. কোনোটিই নয় উঃ গ

৯. 'ডাব' কোন ধরনের শব্দ? [পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক-প্রশাসন)-২০২৩]
ক. আরবি শব্দ খ. ফরাসি শব্দ গ. দেশি শব্দ ঘ. স্পেনীয় শব্দ ঙ. কোনোটিই নয় উঃ গ

১০. বিজ্ঞান শব্দে 'জ্ঞ' যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ রয়েছে? [কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. জ, ঘ খ. ঞ, জ গ. জ, ঞ ঘ. গ, জ উঃ গ

১১. জিভের উচ্চতা অনুযায়ী উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি কোনগুলো? [কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. অ, আ খ. ই, উ গ. এ, ও ঘ. অ্যা, অ উঃ গ

১২. দ্বিস্বর ধ্বনি যুক্ত শব্দ- [কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. তৈল খ. রক্ষক গ. স্বর্ণ ঘ. আবরণ উঃ ক

১৩. বচন আলোচিত হয়- [বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১৭]
ক. বাক্যতত্ত্বে খ. বর্ণতত্ত্বে গ. রূপতত্ত্বে ঘ. ধ্বনিতত্ত্বে উঃ গ

১৪. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়? [বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (উচ্চমান সহকারী) ২০১৭]
ক. ও + ই খ. অ + উ গ. এ + ই ঘ. অ + ই ঙ. কোনোটিই নয় উঃ ঘ

১৫. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ক্ষ' ধ্বনি সৃষ্টি হয়? [সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১৩]
ক. খ এবং য় খ. ক এবং শ গ. খ এবং ষ ঘ. ক এবং ষ ঙ. কোনোটিই নয় উঃ ঘ

১৬. কোনটি সঠিক? [বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (সহকারী ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১১]
ক. ব্যাকরণ ভাষার অনুগামী খ. ভাষা ব্যাকরণের অনুগামী
গ. ব্যাকরণ শিক্ষার অণুগামী ঘ. ব্যাকরণ শব্দ যন্ত্রের অনুগামী উঃ ক

১৭. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কোন পদে সবচেয়ে বেশি?[বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পো. (সহ. ব্যবস্থাপক)-১১]
ক. বিশেষ্য ও বিশেষণে খ. বিশেষ্য ও সর্বনাম
গ. ক্রিয়া ও সর্বনাম ঘ. বিশেষণ ও ক্রিয়ায় উঃ গ

১৮. গুজরাটি শব্দের উদাহরণ কোনটি? [বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (হিসাব সহকারী) ২০১৯]
ক. হরতাল খ. লুঙ্গি গ. রিক্সা ঘ. চাকু উ: ক

১৯. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি? [BAPEX (উপ-সহকারী প্রকৌশলী) ২০২৩]
ক. ১০ খ. ১১ গ. ৮ ঘ. ৯ উ: ক

২০. বিভক্তিহীন নামশব্দকে বলে- [BAPEX (উপ-সহকারী প্রকৌশলী) ২০২৩]
ক. প্রাতিপদিক খ. সাধিত পদ গ. নামপদ ঘ. ক্রিয়াপদ উ: ক

২১. বাংলা বর্ণমালা অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো. লি. (টেকনিশিয়ান/ইলেক্ট্রিশিয়ান/ড্রাফটম্যান)-২০২৩]
ক. ৮ খ. ৯ গ. ৬ ঘ. ৭ উ: ক

২২. কোনটি দেশি শব্দ? [সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (সিনিয়র টেকনিশিয়ান/ ড্রাফটম্যান) ২০২৩]
ক. হাত খ. ধর্ম গ. দোকান ঘ. চোঙ্গা উ: ঘ

২৩. 'ত' এর উচ্চারণ স্থান হলো- [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক-হিসাব) ২০১৮]
ক. দন্ত্য খ. ওষ্ঠ্য গ. কণ্ঠ্য ঘ. নাসিকা উ: ক

২৪. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার-১৮, বিটিভির সহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৫]
ক. বর্ণ খ. শব্দ গ. পদ ঘ. ধ্বনি উ: ঘ

২৫. ভাষার মূল উপকরণ কী? [বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৪]
ক. বাক্য খ. ধ্বনি গ. শব্দ ঘ. বর্ণ উ: ক

২৬. বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত? [সপ্তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-২০১১]
ক. দ্রাবিড় খ. ইন্দো-ইউরোপীয় গ. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘ. ইউরালীয় উ: খ

২৭. 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি' সহ্য করতে পারতেন না- [২৭তম বিসিএস]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সৈয়দ মুজতবা আলী গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. প্রমথনাথ বিশী উ: গ

২৮. হ-কার লোপের প্রবণতা কোন ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ক্যাশিয়ার)-২০১৮]
ক. সাধু খ. চলিত গ. কথ্য ঘ. লেখ্য উ: খ

২৯. 'লম্ফ প্রদান করিল'- এর চলিত রূপ কোনটি? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-২০১৮]
ক. লাফ প্রদান করল খ. লাফ দিল গ. লম্ফ দিল ঘ. লম্ফ প্রদান করল উ: খ

৩০. 'বুনো' কোন ভাষারীতির শব্দ? [অষ্টম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১২]
ক. সাধু ভাষা খ. কথ্য ভাষা গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. চলিত ভাষা উ: ঘ

৩১. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি? [বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]
ক. তিনটি খ. চারটি গ. পাঁচটি ঘ. ছয়টি উ: খ

৩২. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৭, ১৮তম বিসিএস]
ক. কবিতার পঙক্তিতে খ. গানের কলিতে গ. গল্পের সংলাপে ঘ. নাটকের সংলাপে উ: ঘ

৩৩. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য- [১৫তম ও ১৬ বিসিএস, ডাক অধিদপ্তরের বিল্ডিং ওভারশিয়ার ২০১৮]
ক. তৎসম ও অতৎসম শব্দের ব্যবহার খ. ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে
গ. শব্দের কথ্য ও লেখ্যরূপে ঘ. বাক্যের সরলতা ও জটিলতায় উ: খ

৩৪. কোনটি চলতি ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়? [পঞ্চদশ প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৮, প্রযোজক বিটিভি (গ্রেড-২)-০৬]
ক. ক্রিয়াপদের সঙ্কুচিত রূপ ব্যবহৃত হয় খ. তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত বেশি
গ. তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি ঘ. সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয় উ: গ

৩৫. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সহকারী পরিচালক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-২০১৩]
ক. গুরুচণ্ডাল খ. গুরুগম্ভীর গ. অবোধ্য ঘ. দুর্বোধ্য উ: খ

৩৬. গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি? [১০তম বিসিএস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার-২০১৬, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২০১৬]
ক. শবপোড়া খ. মড়াদাহ গ. শবদাহ ঘ. শবমড়া উঃ গ

৩৭. 'তিনি হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবিতেছিলেন, শুধুমাত্র মনীষী-বাক্যই তো জীবন্মৃত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে।'– চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা- [সাব রেজিস্ট্রার ২০০১]
ক. সাত খ. নয় গ. আট ঘ. দশ উঃ ক

৩৮. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [২৯তম বিসিএস, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (আইন, বিচার মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ)-২০১২]
অথবা, বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কে রচনা করেন? [সহকারী পরিচালক (সঞ্চয় পরিদপ্তর)-২০০৯]
ক. ড. সুকুমার সেন খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ. মানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও উঃ ঘ

৩৯. রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণের নাম কী? [২৭তম বিসিএস]
ক. গৌড়ীয় ব্যাকরণ খ. মাতৃভাষার ব্যাকরণ গ. ভাষা ও ব্যাকরণ ঘ. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ উঃ ক

৪০. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণের মুদ্রণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
ক. স্যার উইলিয়াম জোনস খ. স্যার উইলিয়াম কেরি গ. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ঘ. ব্রাসি হ্যালহেড উঃ ঘ

৪১. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেছেন? [২২তম বিসিএস, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-২০১৫, সমাজসেবা অফিসার-২০০৬]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. মুহম্মদ এনামুল হক উঃ খ

৪২. সন্ধি ব্যাকরণের কোন আলোচিত হয়? [১৮তম বিসিএস, পরিদর্শক (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)-২০১০, সহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি) ২০০৫]
ক. ভাষাতত্ত্বে খ. ধ্বনিতত্ত্বে গ. রূপতত্ত্বে ঘ. বাক্যতত্ত্বে উঃ খ

৪৩. ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সহকারী পরিচালক-২০১৯, ১৪তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৭, সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-২০০১]
ক. রূপতত্ত্বে খ. ধ্বনিতত্ত্বে গ. শব্দতত্ত্বে ঘ. ভাষাতত্ত্বে উঃ ক

৪৪. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি? [অডিটর (অর্থমন্ত্রণালয়) ২০১১]
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব গ. শব্দতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব উঃ ঘ

৪৫. বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে কোন বিষয়টি আলোচানা করা হয়? [একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সুপারভাইজার-২০১৮]
ক. সন্ধি খ. সমাস গ. কারক ঘ. প্রত্যয় উঃ ক

৪৬. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন- [১৪তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৭, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (ডাক ও টেলিযোগাযোগ)-২০০৩]
ক. এন.বি. হ্যালহেড খ. উইলিয়াম কেরী গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উঃ ক

৪৭. 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'- এর রচয়িতা কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. রামমোহন রায় উঃ ঘ

৪৮. ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান-
ক. ধ্বনি খ. অক্ষর গ. শব্দ ঘ. বাক্য উঃ ক

৪৯. রাজা রামমোহন রায় রচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' কত সালে বাংলায় অনূদিত হয়?
ক. ১৮৩২ সালে খ. ১৮৩৩ সালে গ. ১৮৩৬ সালে ঘ. ১৮৩৮ সালে উঃ খ

৫০. উইলিয়াম কেরি রচিত 'A Grammar of the Bengali Language' গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৮০০ খ. ১৮০১ গ. ১৮০২ সালে ঘ. ১৮০৩ সালে উঃ খ

৫১. পর্তুগিজ ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ 'Vocabolario em idioma Bengallae, Portuguez dividido em Duas Parte' কে রচনা করেন?
ক. মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও খ. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
গ. আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি ঘ. রাজা রামমোহন রায় উঃ ক

৫২. মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও ঢাকার ভাওয়ালে থাকাকালীন প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করে কবে?
ক. ১৭৩০ সালে খ. ১৭৩২ সালে গ. ১৭৩৪ সালে ঘ. ১৭৫৬ সালে উঃ গ

৫৩. কারক ব্যাকরণের কোন অংশ আলোচিত হয়? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্মকর্তা (মেট্রোপলিটন সার্কেল)-২০১৬]
ক. রূপতত্ত্বে খ. বাক্যতত্ত্বে গ. ভাষাতত্ত্বে ঘ. ধ্বনিতত্ত্বে উ: খ

৫৪. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়- [সমাজসেবা অধিপদপ্তরে ফিল্ড সুপারভাইজার-২০১৮, উচ্চমান সহকারী/ হিসাবরক্ষক (জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর)-২০১০]
ক. রূপতত্ত্বে খ. ধ্বনিতত্ত্বে গ. স্বরবর্ণে ঘ. ব্রঞ্জনবর্ণে উ: ক

৫৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব উ: খ

৫৬. Morphology শব্দের অর্থ কী? [বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার-২০১৬]
ক. রূপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব উ: ক

৫৭. Phonology শব্দের অর্থ কী?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব গ. রূপতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব উ: খ

৫৮. বাংলা স্বরবর্ণে স্বরধ্বনিমূল কয়টি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২০১৮]
ক. দুটি খ. চারটি গ. ছয়টি ঘ. সাতটি উ: ঘ

৫৯. মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮তম ও ৩৫তম বিসিএস, ডাক বিভাগের বিল্ডিং ওভারশিয়ার ২০১৮, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী- ২০১৭, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৬, রাজস্ব সহকারী কর্মকর্তা-২০১৫]
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৭টি উ: ঘ

৬০. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়? [থানা সহকারী পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ১৯৯৭]
ক. ও + ই খ. এ + ই গ. ক + ই ঘ. অ + ই উ: ঘ

৬১. কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়? [প্রা. সহ. শি.-১৫, সহ. কমান্ড্যান্ট (বাংলাদেল রেলওয়ে)-০৭, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (মেট্রোপলিটন সার্কেল)-১৬]
ক. ঐ, অ খ. আ, ঔ গ. ই, ঔ ঘ. ঐ, ঔ উ: ঘ

৬২. কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [১৩তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৬]
ক. ঔ খ. ঈ গ. ঐ ঘ. এ উ: ঘ

৬৩. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [পিএসসি এর সহকারী পরিচালক ২০১৬]
ক. বর্ণ খ. পদ গ. অক্ষর ঘ. ধ্বনি উ: ঘ

৬৪. বাংলা স্বরধ্বনিতে মোট কয়টি দীর্ঘস্বর আছে? [সহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি) ২০০৫]
ক. ৭টি খ. ৯টি গ. ৬টি ঘ. ৫টি উ: ক

৬৫. 'অ এবং আ' এর উচ্চারণ স্থান কোনটি? [ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (আইন, বিচার মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ) ২০১২]
ক. তালু খ. ওষ্ঠ গ. মূর্ধা ঘ. কণ্ঠ উ: ঘ

৬৬. ভাষার মূল উপাদান কী? [৩২তম বিসিএস, ১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৮]
ক. বর্ণ খ. শব্দ গ. ধ্বনি ঘ. বাক্য উ: গ

৬৭. কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত বর্ণ-
ক. আ খ. ই গ. ঈ ঘ. ও উ: ক

৬৮. 'উ-কার উচ্চারণের সময়ে জিভের অবস্থান-
ক. উচ্চ-সম্মুখ খ. নিম্ন-সম্মুখ গ. উচ্চ-পশ্চাৎ ঘ. নিম্ন-পশ্চাৎ উ: গ

৬৯. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের স্টোরম্যান-১৮]
ক. ভ খ. ঠ গ. ফ ঘ. চ উ: ঘ

৭০. কোনটি কণ্ঠধ্বনি নয়? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. ক খ. খ গ. গ ঘ. প উ: ঘ

৭১. যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে না, তাকে বলে- [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ক্যাশিয়ার) ১৮]
ক. ঘোষ বর্ণ খ. অঘোষ বর্ণ গ. অল্পপ্রাণ বর্ণ ঘ. মহাপ্রাণ বর্ণ উঃ খ

৭২. কোনগুলো ওষ্ঠ্যধ্বনি? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, সিনিয়র স্টাফ নার্স-২০১৭]
ক. চ ছ জ ঝ খ. প ফ ব ভ গ. ত থ দ ধ ঘ. য র ল শ উঃ খ

৭৩. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [৩০তম বিসিএস, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-২০১৬, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/এইচআর)-১৭]
ক. ভ খ. ঠ গ. ফ ঘ. চ উঃ ঘ

৭৪. কোনগুলো দন্ত্য ধ্বনি? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, ১৩তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৬, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৪]
ক. ত, থ, দ, ধ, ন খ. প, ফ, ব, ভ, ম গ. ক, খ, গ, ঘ, ঙ ঘ. চ, ছ, জ, ঝ, ঞ উঃ ক

৭৫. 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত ২৫টি ব্যঞ্জন ধ্বনিকে একত্রে বলা হয়- [শিল্প মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র টেকনিশিয়ান-১৭]
ক. মৌলিক ধ্বনি খ. যৌগিক ধ্বনি গ. স্পর্শ ধ্বনি ঘ. নাসিকা ধ্বনি উঃ গ

৭৬. প, ফ, ব, ভ, ম ধ্বনি হলো- [ওয়েজ আর্নাস বোর্ডের সহকারী পরিচালক-১৭]
ক. তালব্য খ. মূর্ধণ্য গ. দন্ত্য ঘ. ওষ্ঠ্য উঃ ঘ

৭৭. 'র' কোন জাতীয় ধ্বনি? [উপসহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি) ১৫]
ক. পার্শ্বিক ধ্বনি খ. কম্পনজাত ধ্বনি গ. তাড়নজাত ধ্বনি ঘ. স্পর্শ ধ্বনি উঃ খ

৭৮. মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি? [সহকারী পরিচালক (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)-২০১২]
ক. ব খ. ট গ. ঝ ঘ. খ উঃ গ

৭৯. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা কয়টি? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-২০১৪]
ক. ৩৯ খ. ৪১ গ. ৪২ ঘ. ৪৩ উঃ খ

৮০. কোনগুলো কণ্ঠধ্বনি?
ক. ক, খ, গ, ঘ ঙ খ. চ, ছ , জ, ঝ, ঞ গ. ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ঘ. প, ফ, ব, ভ, ম উঃ ক

৮১. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [১৩তম বিসিএস, পূবালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার-২০১১]
ক. চ ছ খ. ড ঢ গ. ব ভ ঘ. দ ধ উঃ ক

৮২. তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি কোনটি? [সহকারী পরিচালক (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)-১২, সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-২০১০]
ক. ক, ঘ খ. চ, ছ গ. ড়, ঢ় ঘ. প, ফ উঃ গ

৮৩. পরাশ্রয়ী ধ্বনি হলো- [উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-১৬]
ক. ং, ঃ খ. ৎ, ঁ গ. অ ঘ. য় উঃ ক

৮৪. কোনগুলো শিশ ধ্বনি?
ক. ঙ, ঞ, ণ খ. শ, স, ষ গ. প, ফ, ভ ঘ. ষ, র, ল উঃ খ

৮৫. নিচের কোনটি তালব্য বর্ণ? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদ-১৮]
ক. খ খ. চ গ. ক ঘ. ধ উঃ খ

৮৬. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি কয়টি? [২৯তম বিসিএস, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহ. সাব-ইন্সপেক্টর-১৮, পিএসসি'র সহ. পরিচালক-১৭]
ক. ১০টি খ. ১১টি গ. ৯টি ঘ. ১২টি উঃ খ

৮৭. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কতটি? [৩৬তম বিসিএস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮, বিএডিসি'র কর্মকর্তা-১৭, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে অফিসার-১৪]
ক. ৭টি খ. ৮টি গ. ৯টি ঘ. ১০টি উঃ খ

৮৮. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [১৮তম বিসিএস, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক-২০১৮, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-১৭, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক-১৭]
ক. এগারটি খ. নয়টি গ. দশটি ঘ. আটটি উঃ গ

৮৯. 'জ' হলো- [দুর্নীতি দমন পরিদর্শক-২০০৪]
ক. জিহ্বামূলীয় বর্ণ খ. তালব্য বর্ণ গ. দন্ত্য বর্ণ ঘ. ওষ্ঠ্য বর্ণ উ: খ

৯০. অর্ধ-মাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি? [সহকারী পরিচালক (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-২০১৫]
ক. ১০টি খ. ৮টি গ. ৬টি ঘ. ১টি উ: ঘ

৯১. বাংলা ভাষায় কয়টি যৌগিক স্বরবর্ণ রয়েছে? [সাব রেজিস্টার-২০১৬]
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি উ: ক

৯২. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ব + ন্ + ধ + ন্ খ. বন্ + ধন্ গ. ব + ন্ধ + ন ঘ. বান্ + ধন্ উ: খ

৯৩. তালব্য বর্ণ কোনগুলো? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-২০১৯]
ক. ই, জ, ঞ, য় খ. খ, উ, ম, ল গ. র, ড়, ঢ়, ভ ঘ. স, ও, ঘ, ত উ: ক

৯৪. 'ক্ষ' বর্ণটির বিশ্লিষ্ট রূপ হলো- [৩৮তম ও ২৮তম বিসিএস, ডেসকোর জুনিয়ার এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-১৯, বিএডিসি'র অফিসার-১৭]
ক. খ + ম খ. ক + ষ + ণ গ. খ + খ ঘ. হ্ + ম উ: ঘ

৯৫. 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
ক. জ + ঞ খ. ঞ + গ গ. ঞ + জ ঘ. গ + ঞ উ: ক

৯৬. 'জ্ঞ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণের মিলনে গঠিত হয়? [স্থানী সরকার মন্ত্রণালয় সহ. প্রকৌশলী-১৭, সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. গ + ঞ খ. ঞ + জ গ. ঞ + চ ঘ. জ্ + ঞ উ: ঘ

৯৭. 'ষ্ণ' যুক্ত বর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়? [বিএডিসি প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৭, BRTA মোটরযান পরিদর্শক-১৭, ১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৭, সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৭]
ক. ষ্ + ম খ. ষ্ + ন গ. ষ্ + ণ ঘ. ষ্ + হ উ: গ

৯৮. 'হ্ন' এই যুক্ত ব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে? [অফিসার ও কারখানা তত্ত্বাবধায়ক (বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়) ২০১১]
ক. হ্ + ম খ. হ্ + ণ গ. হ্ + ন ঘ. হ্ + ত উ: গ

৯৯. বড় > বড্ড- এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [৪৩তম বিসিএস]
ক. বিষমীভবন খ. সমীভবন গ. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ. ব্যঞ্জন-বিকৃতি উ: গ

১০০. গ্রাম > গেরাম এখানে কোনটি ঘটেছে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২০১৮]
ক. ব্যঞ্জন বিকৃতি খ. পরাগত গ. স্বরাগম ঘ. অসমীকরণ উ: গ

১০১. মুকুট > মুটুক কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ? [বিএডিসি'র কর্মকর্তা-১৭]
ক. পরাগত খ. স্বরসঙ্গতি গ. সমীভবন ঘ. ধ্বনি বিপর্যয় উ: ঘ

১০২. 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ- [পিকেএসএফ অ্যাসিস্টেট ম্যানেজার-১৪]
ক. ধ্বনি বিপর্যয় খ. বর্ণদ্বিত্ব গ. বর্ণাগম ঘ. বর্ণলোপ উ: ঘ

১০৩. স্বরলোপ কোনটির বিপরীত?
ক. অসমীকরণ খ. স্বরাগম গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অপিনিহিতি উ: খ

১০৪. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৮]
ক. স্বরভক্তি খ. স্বরুসঙ্গতি গ. অপিনিহিতি ঘ. অভিশ্রুতি উ: ক

১০৫. কোনগুলো আদি স্বরাগম? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-২০১৬]
ক. স্নেহ > সিনেহ, দর্শন > দরিশন খ. রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম
গ. স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্কুল > ইস্কুল ঘ. গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক উ:

১০৬. পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে? [সহকারী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)-২০০৫]
ক. বিপ্রকর্ষ খ. স্বরাগম গ. অভিশ্রুতি ঘ. অপিনিহিতি উ: ঘ

১০৭. আশু > আউশ- এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?
ক. অপিনিহিতি খ. বর্ণ বিপর্যয় গ. সমীভবন ঘ. বিপ্রকর্ষ উঃ ক

১০৮. ফাল্গুন > ফাগুন ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?
ক. ধ্বনিবিকার খ. শ্রুতিধ্বনি গ. অন্তর্হতি ঘ. ধ্বনি বিপর্যয় উঃ গ

১০৯. 'Prothesis' কোনটির বিপরীত? [বাংলাদেশ বেতার সম্পাদক ২০১৯]
ক. ধ্বনিসংযুক্তি খ. স্বরভক্তি গ. আদি স্বরাগম ঘ. বিপ্রকর্ষ উঃ গ

১১০. শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে (যেমনঃ রিকসা > রিসকা), তাকে বলে- [ডেসকোর জুনি. অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-১৯]
ক. শব্দ বিপর্যয় খ. ধ্বনি বিপর্যয় গ. বর্ণ বিপর্যয় ঘ. আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট উঃ খ

১১১. মধ্য স্বরাগমের সমার্থক কোনটি? [দুদক পরিদর্শক-২০১৩]
ক. স্বরসঙ্গতি খ. অভিশ্রুতি গ. সম্প্রকর্ষ ঘ. বিপ্রকর্ষ উঃ ঘ

১১২. যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি 'সিনান' (স্নান > সিনান) শব্দে পরিণত হয় তার নাম- [কারা তত্ত্বাবধায়ক-২০০৬]
ক. অভিকর্ষ খ. বিপ্রকর্ষ গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অভিশ্রুতি উঃ খ

১১৩. স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি? [বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক-২০০৯]
ক. হইবে > হবে খ. রাত্রি > রাইত গ. দেশী > দিশি ঘ. জালিয়া > জাইল্যা > জেলে উঃ গ

১১৪. 'প্রতীক্ষা' শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ- [অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার (পিকেএসএফ)-১৭]
ক. প্রতিখ্‌খা খ. প্রতিক্‌খা গ. প্রোতিক্‌খা ঘ. প্রোথিখ্‌খা উঃ গ

১১৫. 'মিঠা > মিঠে' এরূপ পরিবর্তনকে কী বলা হয়? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অফিস সহকারী-২০১৯]
ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরভক্তি গ. ধ্বনি বিপর্যয় ঘ. স্বরলোপ উঃ ক

১১৬. ফলাহার > ফলার হয়েছে, তাকে বলে- [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্সে ইঞ্জিনিয়ার-২০১৭]
ক. অন্তর্হতি খ. ব্যঞ্জনচ্যুতি গ. ব্যঞ্জন বিকৃতি ঘ. বিষমীভবন উঃ ক

১১৭. শরীর > শরীল- শব্দটিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন ধরনের নিয়ম প্রযোজ্য? [১৪তম বেসরকারী প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৭]
ক. সমীভবন খ. বিষমীভবন গ. অসমীভবন ঘ. ধ্বনি বিপর্যয় উঃ খ

১১৮. তৎ + হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
ক. সমীভবন খ. বিষমীভবন গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. সম্প্রকর্ষ উঃ ক

১১৯. দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে?
ক. পরাগত খ. সমীভবন গ. বিষমীভবন ঘ. অসমীকরণ উঃ গ

১২০. রিকসা > রিসকা কীসের উদাহরন?
ক. বিষমীভবনের খ. ধ্বনি বিপর্যয়ের গ. বিপ্রকর্ষের ঘ. ব্যঞ্জন বিকৃতির উঃ খ

১২১. 'ধার' শব্দটি যে ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত-
ক. বিপ্রকর্ষ খ. স্বরভক্তি গ. সম্প্রকর্ষ ঘ. অন্তর্হতি উঃ গ

১২২. অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
ক. জন্ম > জম্ম খ. আজি > আইজ গ. ডেস্ক > ডেস্‌ক ঘ. অলাবু > লাবু > লাউ উঃ খ

১২৩. নিচের কোন শব্দে ণত্ব বিধি অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
ক. কল্যাণ খ. প্রবণ গ. নিক্কণ ঘ. বিপণি উঃ খ

১২৪. নিত্য মূর্ধন্য-'ষ' কোন শব্দে বর্তমান? [২৪তম ও ২০তম বিসিএস, সহকারী রসায়নবিদ (পুলিশ প্রশাসন)-২০০২]
ক. কষ্ট খ. উপনিষৎ গ. কল্যানীয়েষু ঘ. আষাঢ় উঃ ঘ

১২৫. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য? [২১তম বিসিএস, বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৫]
ক. দেশি খ. বিদেশি গ. তৎসম ঘ. তদ্ভব উ: গ

১২৬. কোন ধরনের শব্দে কখনোই মূর্ধন্য 'ণ' হবে না? [ডাক অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-২০১৮]
ক. তৎসম খ. তদ্ভব গ. বিদেশি ঘ. আঞ্চলিক উ: গ

১২৭. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ বসেছে? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদ-২০১৮]
ক. মণি খ. পরিণাম গ. পরিণতি ঘ. নির্ণয় উ: ক

১২৮. শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ কোনটি? [উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যান/সিভিল-২০১৮]
ক. গণনা, গণিকা, শোণিত খ. গনণা, গনিকা, শোনিত গ. গননা, গণিকা, শোনিত ঘ. গণনা, গনিকা, শোসিত উ: ক

১২৯. কোন বর্গের বর্ণের আগের ন -ণ হয়? [থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-২০১৫]
ক. ক বর্গের আগে খ. ট বর্গের আগে গ. ত বর্গের আগে ঘ. প বর্গের আগে উ: খ

১৩০. নিচের কোন বানানে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ বসেছে? [তিতাস গ্যাস ফিল্ড কো. লি. সহকারী অফিসার (জেনারেল)-২০১৮]
ক. বণিক খ. রোপণ গ. শিষ্য ঘ. নিষেক উ: ক

১৩১. ণ-এর ব্যবহার কোন শব্দে বেশি হয়? [বিমান বাহিনী সহকারী পরিচালক-২০১৭]
ক. বাংলায় খ. সংস্কৃতে গ. ইংরেজিতে ঘ. আরবিতে উ: খ

১৩২. স্বভাবতই 'ষ' হয়নি নিচের কোন শব্দে? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর হিসাব সহকারী-১৭]
ক. নিষেধ খ. আষাঢ় গ. মহিষ ঘ. বিশেষণ উ: ক

১৩৩. ণত্ব বিধান কী? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক-২০০১]
ক. দেশীয় শব্দের ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম খ. বিদেশি শব্দের অভিজ্ঞতা জাত বিধান
গ. বেদ নির্দেশিত রীতি ঘ. তৎসম শব্দের রীতি উ: ঘ

১৩৪. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা-২০১৭]
ক. শব্দ তত্ত্বে খ. অর্থ তত্ত্বে গ. ধ্বনি তত্ত্বে ঘ. পদক্রম উ: গ

১৩৫. 'কণ্টক' কোন নিয়মে হয়?
ক. ণ-ত্ব বিধান খ. বর্ণ বিধান গ. ষ-ত্ব বিধান ঘ. কোনটি নয় উ: ক

১৩৫. দুর্নাম, দুর্নিবার শব্দ দুটিতে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়নি কেন?
ক. সমাসবদ্ধ শব্দ বলে খ. দেশি শব্দ বলে গ. তৎসম শব্দ বলে ঘ. বিদেশি শব্দ বলে উ: ক

১৩৬. নিচের কোন শব্দগুলো ণ-ত্ব বিধান অনুসারে সঠিক? [সিএজি ডিপেন্স ফাইন্যান্স অডিটর-২০১৯]
ক. বর্ণনা, সুশমা, লবণ খ. ব্রাহ্মণ, কষ্ট, পোষাক গ. ঘন্টা, দ্বেষ, কোন্দল ঘ. ভাষণ, গ্রন্থ, জিনিস উ: ঘ

১৩৭. 'পুরষ্কার' বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার। বাক্যটি নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে- [৩৫তম বিসিএস]
ক. প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয় শুদ্ধ খ. প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
গ. দুটোই অশুদ্ধ ঘ. দুটোই শুদ্ধ উ: ক

১৩৮. 'সুষমা' শব্দে যে নিয়মে 'ষ' বসে- [রূপালী ব্যাংক লি. অফিসার-১৮]
ক. 'স' এর পূর্বে বসেছে বলে খ. স্বভাবত 'ষ' বসে বলে
গ. 'ষ' মূলরূপ থেকে উৎসরিত হওয়ায় ঘ. 'উ' কারান্ত উপসর্গ পূর্বে আছে বলে উ: ঘ

১৩৯. 'মাণিক্য' শব্দে 'ণ' বসেছে ণ-ত্ব বিধানের কোন নিয়মে? [সাব-রেজিস্টার-২০১২]
ক. 'ম' বর্ণের পরে 'ণ' হয় খ. 'ক' বর্ণের পূর্বে 'ণ' হয়
গ. 'ক' বর্ণ এবং 'ম' বর্ণের মাঝে 'ণ' হয় ঘ. স্বভাবতই 'ণ' হয় উ: ঘ

১৪০. স্বভাবতই মূর্ধণ্য 'ষ' হয়- এমন উদাহরণ কোনটি? [দুর্নীতি দমন কমিশনে পরিদর্শক-২০১৩]
ক. কৃষক খ. বর্ষা গ. কাষ্ট ঘ. ঔষধ উ: ঘ

১৪১. কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য-ষ হয় না? [বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৫]
ক. সাৎ খ. সা গ. ষেঃয় ঘ. ষিঃক উঃ ক

১৪২. কোন বর্গীয় বর্ণের সাথে যুক্ত 'ন' কখনই 'ণ' হয় না? [পরিবার পরিকল্পনা সহকারী-২০১৮]
ক. ক-বর্গ খ. চ-বর্গ গ. প-বর্গ ঘ. ত-বর্গ উঃ ঘ

১৪৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক. পণ্ডিত খ. বিদ্যাসাগর গ. শাস্ত্রজ্ঞ ঘ. মহামহোপাধ্যায় উঃ ঘ

১৪৪. চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? [৪০তম বিসিএস]
ক. খ্রীষ্টধর্ম খ. প্যাগনিজম গ. জৈনধর্ম ঘ. বৌদ্ধধর্ম উঃ ঘ

১৪৫. উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন? [৪০তম বিসিএস]
ক. কাহ্নপাদ খ. লুইপাদ গ. শান্তিপাদ ঘ. রমনীপাদ উঃ ঘ

১৪৬. কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে? [৪২তম ও ৩৮তম বিসিএস]
ক. পদাবলী খ. গীতগোবিন্দ গ. চর্যাপদ ঘ. চৈতন্যজীবনী উঃ গ

১৪৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'চর্যাপদ' বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক. Buddhist Mystic Songs খ. চর্যাগীতিকা
গ. চর্যাগীতিকোষ ঘ. হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা উঃ ক

১৪৮. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এর অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক. কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় খ. কোন আচরণীয়, আর কোনটি নয়
গ. কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয় ঘ. কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয় উঃ খ

১৪৯. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? [৩৫তম বিসিএস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার-'২০]
ক. নিরঞ্জনের রুষ্মা খ. দোহাকোষ গ. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ঘ. ময়নামতীর গান উঃ খ

১৫০. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে? [৩৪তম ও ৩০তম বিসিএস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল)-১৬, সহকারী পরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-১৩, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-১৩]
ক. ২০০৭ সালে খ. ১৯০৭ সালে গ. ১৯০৯ সালে ঘ. ১৯১৬ সালে উঃ খ

১৫১. 'চর্যাপদ' কোন ছন্দে লেখা? [৩৩তম বিসিএস]
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. স্বরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ উঃ খ

১৫২. বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? [২৯তম বিসিএস, রেল মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার অপারেটর-'২১, সহকারী প্রধান পরিদর্শক (শ্রম)-০৯, সহ. উন্নয়ন কর্মকর্তা (বিআরডিবি)-০৭, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সিনিয়র স্টাফ নার্স-২০১৮, রাজস্ব কর্মকর্তা-১৫]
ক. কাহ্নপা খ. লুইপা গ. সরহপা ঘ. শবরপা উঃ খ

১৫৩. 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? [২৮তম বিসিএস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা-১৭, সহকারী পরিবার পরিকল্পনা অফিসার-১৬, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব রেজিস্ট্রার-১৬, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (আইন, বিচার, সংসদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১২, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাইফার অফিসার-১২]
ক. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে খ. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে উঃ গ

১৫৪. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদের আবিষ্কারক- [১৭তম বিসিএস, সহ. শিক্ষা অফিসার-০৫, থানা সহ. শিক্ষা অফিসার-০৪]
ক. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. ড. সুকুমার সেন গ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উঃ ক

১৫৫. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি? [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO)-১৬, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক-১৬, জুনিয়র অডিটর-১৪, বিআরডিবি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১৩, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO)-১৫]
ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য খ. চর্যাপদ গ. রামায়ণ ঘ. মহাভারত উঃ খ

১৫৬. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সহকারী প্রোগ্রামার-১৭]
ক. সনাতন হিন্দু খ. সহজিয়া বৌদ্ধ গ. জৈন ঘ. হরিজন উঃ খ

১৫৭. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]
ক. গোবিন্দদাস খ. কায়কোবাদ গ. কাহ্নপা ঘ. ভুসুকুপা উঃ ঘ

১৫৮. বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদে'র রচনাকাল- [কারা তত্ত্বাবধায়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) ২০১০]
ক. সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক খ. অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক
গ. নবম থেকে চতুর্দশ শতক ঘ. দশম থেকে চতুর্দশ শতক উঃ ক

১৫৯. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের প্রাপ্ত পদসংখ্যা- [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা-১০]
ক. ৪৬টি খ. সাড়ে ৪৬টি গ. ৪৯টি ঘ. ৫০টি উঃ খ

১৬০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকে 'চর্যার' আদি কবি মনে করেন? [সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) ২০১০]
ক. লুইপা খ. কাহ্নপা গ. ভুসুকুপা ঘ. টেন্টনপা উঃ ক

১৬১. 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।'-চর্যাপদের এ চরণটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে? [পোস্টাল অপারেটর-২০১৬]
ক. প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা খ. আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা
গ. দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের চিত্র ঘ. একাকীত্বের কথা উঃ গ

১৬২. 'চর্যাপদ' যে বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন? [খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক-২০১১]
ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. সুকুমার সেন গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উঃ ঘ

১৬৩. চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী? [৪১তম বিসিএস, পরিসংখ্যান সহ. অফিসার-২০১৪, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির সহ. ব্যবস্থাপক-২০১১]
ক. মীননাথ খ. প্রবোধচন্দ্র বাগচী গ. হগরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. মুনিদত্ত উঃ ঘ

১৬৪. বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন কোনটি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-২০১৩]
ক. চর্যাপদ খ. ডাকার্ণব গ. দোহাকোষ ঘ. ব্রাহ্মণ সংহিতা উঃ ক

১৬৫. 'চর্যাপদ' প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৬, সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার-১৩]
ক. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ খ. এশিয়াটিক সোসাইটি গ. শ্রীরামপুর মিশন ঘ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ উঃ ক

১৬৬. চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদ রচয়িতার গৌরবের অধিকারী- [৩৫তম বিসিএস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত)-২০, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটের-২০১৮, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৬]
ক. লুইপা খ. ভুসুকুপা গ. সরহপা ঘ. কাহ্নপা উঃ ঘ

১৬৭. 'অভিসময়বিভঙ্গ' কার রচনা?
ক. কাহ্নপা খ. হাড়িপা গ. ভাদে ঘ. লুইপা উঃ ঘ

১৬৮. 'The Origin and Development of Benali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন- [৩৩তম বিসিএস, চতুর্দশ প্রভাষক নিবন্ধন-১৭]
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন উঃ খ

১৬৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হলো- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ সংগঠক-০৫]
ক. চর্যাপদাবলি খ. চর্যাগীতিকা
গ. চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ঘ. হাজার বছরের পুরাণ বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা উঃ ঘ

১৭০. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' কে সম্পাদনা করেন? [৭ম বিজেএস]
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন ঘ. শ্রী হরলাল রায় উঃ খ

১৭১. চর্যাপদের গান সংখ্যা কতগুলো? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. ৪১টি খ. ৫১টি গ. ৫৬টি ঘ. ৬২টি উঃ খ

১৭২. চর্যাপদে কতজন কবির পদ রয়েছে? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২০১৫]
ক. ২৭ জন খ. ২৬ জন গ. ২৪ জন ঘ. ২৫জন উঃ গ